মেট্রোরেলের আগারগাঁও-মতিঝিল উদ্বোধন আজ

অপেক্ষার পালা শেষ। শনিবার থেকে মেট্রোরেলের হুইসেল বাজবে আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তায় বসে থাকার তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে চাইলেই মিলবে মুক্তি। এর মাধ্যমে রাজধানীর উত্তরা থেকে মতিঝিলে তৈরি হচ্ছে নতুন গতির পথ। উত্তরা থেকে আগারগাঁও ৯টি স্টেশনের পর এবার যুক্ত হবে নতুন ৭টি স্টেশন, যা জানান দিচ্ছে নগরের উত্তরের সঙ্গে দক্ষিণের নতুন সংযোগের।

মেট্রোরেলের আগারগাঁও-মতিঝিল অংশ শনিবার (৪ নভেম্বর) উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পরদিন রোববার (৫ নভেম্বর) থেকে শুরু হবে এই পথে বাণিজ্যিক যাত্রা। আর এর মধ্য দিয়ে রাজধানীর উত্তর থেকে দক্ষিণে চলাচলকারীদের যাপিত জীবনে নতুন করে যুক্ত হচ্ছে অতিরিক্ত চার কর্মঘণ্টা! উত্তরা থেকে মতিঝিল শুনলেই নিয়মিত যারা এই পথে চলেন তাদের ভাবনায় চলে আসে দুই থেকে তিন ঘণ্টার পথ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকার পাশাপাশি মোটা অংকের ভাড়া দিতে হয় উবার বা সিএনজিচালিত অটোরিকশাতে। অথচ মাত্র বিশ থেকে বাইশ কিলোমিটার পথ। ছয় কিলোমিটার গতিতে চলা এই নগরবাসী তাই বরাবরই রাজপথে বড্ড অসহায়।

এসব এখন পিছে ফেলে রাজধানীবাসী ফিরে পাবে প্রাণ। প্রাথমিকভাবে আগারগাঁও থেকে মতিঝিল ৩টি স্টেশনের যাত্রায় উত্তরা থেকে ৩১ মিনিট সময় লাগলেও সব কটি স্টেশন চালু হলে লাগবে ৩৮ মিনিট। অর্থাৎ হিসাব বলছে, উত্তরা থেকে একবার মতিঝিল যেতে কর্মঘণ্টা বাঁচবে দুই ঘণ্টা। এবার যাওয়া-আসার এই হিসাব মেলালে প্রতিদিন এই পথে সাধারণের ঝুলিতে যুক্ত করবে চার কর্মঘণ্টা।

প্রথম পর্বে ওপরের গতির পাশপাশি নিচের সড়কের সুফল এখন দৃশ্যমান। তাই এই পথেও যাত্রী যখন উপরে উঠবে চাপ কমবে নিচে, কিছুটা হলেও ফিরবে স্বস্তি। ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যা কমে আসবে বলে ধারণা করছেন নগর পরিকল্পনাবিদেরা। প্রথম ধাপে উত্তরা-আগারগাঁও দুই পাশের মতো শাটল সার্ভিস দিয়ে ফর্মগেট, শাহবাগ ও মতিঝিলের মতো স্টেশনগুলো থেকে যদি মেট্রো যাত্রীদের বের করে দেয়া যায়, তাহলে মিলবে পুরোপুরি সুফল।

যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ কাজী সাইফুন নেওয়াজ বলেন, যাত্রীরা প্রত্যেকেই যাতায়াতে দিনে ৪ থেকে ৫ ঘণ্টা সময় বাঁচাতে পারবেন বলে ধারণা করছি। এ ছাড়াও এর ফলে নিচের রাস্তায় চাপ কমবে। এতে যানজট থেকে অনেকটা স্বস্তি পাবেন নগরবাসী। পুরো কার্যক্রম শুরু হলে মানুষের চলাচলে অনেক স্বস্তি মিলবে।

গত বছরের ৮ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানী ঢাকায় দেশের প্রথম এলিভেটেড মেট্রোরেল উদ্বোধন করেন। এরপর উত্তরা- আগারগাঁও মেট্রোরেলের কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়। এরই মধ্যে এই অংশের সব স্টেশন চালু হয়েছে। এখন মেট্রোরেল সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত চলাচল করছে। উত্তরা থেকে মতিঝিল হয়ে কমলাপুর রেল স্টেশন পর্যন্ত ২১.২৬ কিলোমিটারের পুরো রুটটি ৪০ মিনিটেরও কম সময়ে ভ্রমণ করে মেট্রোরেল প্রতি ঘণ্টায় ৬০ হাজার যাত্রী বহন করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ৩৮ মিনিটে উত্তরা থেকে মতিঝিল। শনিবার উদ্বোধন হওয়ার পরে রবিবার সকাল সাড়ে সাতটা থেকে উত্তরা ও মতিঝিলে একই সময় ছাড়বে নিয়মিত মেট্রোরেল। মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রথম প্রথম মতিঝিল থেকে উত্তরা (২০.১ কিলোমিটার পথ) যেতে ৩৮ মিনিট সময় লাগবে।

মেট্রোরেলের আগারগাঁও থেকে উত্তরা অংশের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে গত ১ নভেম্ব) রাজধানীর পরিবাগে ডিএমটিসিএল কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান ডিএমটিসিএল ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম এ এন ছিদ্দিক। আগারগাঁও থেকে মতিঝিল অংশ উদ্বোধনের দিন বন্ধ থাকবে মেট্রোরেলের স্বাভাবিক চলাচল। ওইদিন মেট্রোরেলে চড়ে আগারগাঁও থেকে মতিঝিল যাবেন প্রধানমন্ত্রী।

এর আগে ৭ জুলাই মেট্রোরেলের আগারগাঁও-মতিঝিল অংশে ট্রেনের পরীক্ষামূলক যাত্রার উদ্বোধন করেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। মেট্রোরেল প্রকল্পের ব্যয় দাঁড়িয়েছে ৩৩ হাজার ৪৭২ কোটি টাকা। শুরুতে এই প্রকল্পের ব্যয় ছিল প্রায় ২১ হাজার কোটি টাকা। মূলত মতিঝিল থেকে কমলাপুর পর্যন্ত ১ দশমিক ৬ কিলোমিটার বাড়তি অংশ নির্মাণ, প্রতিটি স্টেশনের জন্য নতুন করে জমি অধিগ্রহণসহ বিভিন্ন নতুন অনুষঙ্গ যুক্ত হওয়ায় খরচ বেড়েছে। ২০২৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করার কথা।

মেট্রোরেল প্রকল্প নেয়া হয় ২০১২ সালে। জাপানের উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা জাইকার সঙ্গে ঋণচুক্তি হয় পরের বছর। মূল কাজ শুরু হয় ২০১৭ সালে।

অবরোধে দ্বিতীয় দিনে রাজধানীতে যানবাহন চলাচল বেড়েছে

তিন দিনের অবরোধ ডেকে নয়াপল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয় তালাবদ্ধ করে রেখেছে বিএনপি। রাজধানীর কোথাও অবরোধের সমর্থনে মাঠে নামেনি দলটির নেতাকর্মীরা। দ্বিতীয় দিনে রাজধানীর সড়কে বেড়েছে যানবাহন চলাচল। বিভিন্ন মোড়ে তৈরি হয়েছে যানজটও। ট্রেন চলাচলও স্বাভাবিক। নগরবাসীর নিরাপত্তার সড়কে রয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সতর্ক অবস্থান।

অতীতে বিএনপির কার্যালয় অবরুদ্ধ কিংবা পুলিশের দখলে থাকলেও দলটির কার্যালয়ে অবস্থান করতে দেখা যেতো দলটির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীকে। কিন্ত চলমান অবরোধ কর্মসূচিতে বিএনপির এই নেতাকেও কার্যালয়ের আশেপাশে দেখা যাচ্ছে না।

বুধবার সকাল থেকে রাজধানীর বাংলামোটর, শাহবাগ, সচিবালয়, পল্টন, মতিঝিল, কমলাপুর এলাকা ঘুরে দেখা যায়, স্বাভাবিক দিনের তুলনায় সাধারণ মানুষ ও যানবাহনের সংখ্যা অনেক কম। তবে এসব এলাকার কোথাও অবরোধের সমর্থনে বিএনপি জামায়াতের কাউকে রাস্তায় দেখা যায়নি। কোথাও চোখে পড়েনি মিছিল, শোনা যায়নি কোনো স্লোগান। একই সময়ে সরকারি দলের কোনো নেতাকর্মীকেও মাঠে দেখা যায়নি।

এসব এলাকায় গণপরিবহন ও ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যা প্রথম দিনের চেয়ে বেড়েছে। রিকশা, ভ্যান, সিএনজিচালিত অটোরিকশা, মোটরসাইকেলের উপস্থিতিও বেশি। এই কারণে অবরোধের টানা দ্বিতীয় দিনে বিভিন্ন মোড়ে যানজট তৈরি হয়েছে।

এদিকে সময় মতো রাজধানীর কমলাপুর রেলস্টেশন থেকে ছেড়ে যাচ্ছে ট্রেন। প্রতিটি ট্রেনেই যাত্রীদের উপচে পড়া ভিড়। সাইফুল ইসলাম নামের এক যাত্রী জানান, জরুরি কাজে তাকে রাজশাহীতে যেতে হচ্ছে। একারণে স্টেশনে এসেছেন। কাউন্টারে ভিড়ের কারণে টিকিট কাটতে তাকে ঘণ্টা খানিক লাইনে দাড়িয়ে থাকতে হয়েছে।

বিএনপি ২৮ অক্টোবরের মহাসমাবেশে হামলার প্রতিবাদে রবিবার হরতাল ঘোষণা করে। এরপর মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার দেশব্যাপী রাজপথ, রেলপথ ও নৌপথে সর্বাত্মক অবরোধের ঘোষণা দেয়। একই কর্মসূচি পালন করছে জামায়াতে ইসলামীও। তাদের সঙ্গে আছে সমমনা দলগুলোও।

বাইডেনের তথাকথিত উপদেষ্টা সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার মিয়ান আরেফি আটক

নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের উপদেষ্টার মিথ্যা পরিচয় দিয়ে সংবাদ সম্মেলন করার ঘটনায় মিয়ান আরেফি, অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল হাসান সারওয়ার্দী এবং বিএনপি নেতা ইশরাক হোসেনকে আসামি করে মামলা করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার (২৯ অক্টোবর) রাতে মহিউদ্দিন শিকদার নামে এক ব্যক্তি বাদী হয়ে পল্টন থানায় এ মামলা করেন। আসামিদের বিরুদ্ধে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গের অভিযোগ এনেছেন বাদী। বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ডিএমপির মিডিয়া উইং।

আমেরিকার পাসপোর্টধারী মিয়ান আরেফির প্রকৃত নাম মিয়া জাহিদুল ইসলাম আরেফি। তার জন্ম ও বেড়ে ওঠা সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায়। শনিবার বিএনপির কার্যালয়ে মিথ্যা পরিচয়ে উসকানিমূলক বক্তব্য দেওয়ার পর রোববার বিকেলে তিনি দেশছাড়ার চেষ্টা করলে তবে ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ তাকে আটক করে গোয়েন্দা পুলিশে সোপর্দ করে।

২৮ অক্টোবর বিশৃঙ্খলার কারনে বিএনপির মহাসমাবেশ পন্ড হওয়ার পর সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৭টার মধ্যে অবঃ লেফটেন্যান্ট জেনারেল হাসান সারওয়ার্দী এবং বিএনপি নেতা ইশরাক হোসেনের নেতৃত্বে কয়েকজন নেতাকর্মীর উপস্থিতিতে কিছু সংবাদমাধ্যমের সামনে মিয়ান আরেফি নিজেকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের উপদেষ্টা পরিচয় দেন।এসময় তিনি বলেন পুলিশ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং আইন ও বিচার বিভাগের ওপর নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে তার সরকারের (যুক্তরাষ্ট্র)

কাছে সুপারিশ করেছেন।এসময় মিয়ান আরেফি তার বক্তব্যে দাবি করেন, মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তার দিনে ১০ থেকে ১৫ বার যোগাযোগ হয় এবং মার্কিন সরকারের সংশ্লিষ্ট সবাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে। তিনি মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরকেও বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেছেন।

উল্লেখ্য ওই দিন দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে বিক্ষুব্ধ বিএনপি নেতাকর্মীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। একপর্যায়ে বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীরা কাকরাইল মোড় থেকে আরামবাগ মোড় পর্যন্ত পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ায়। তারা প্রধান বিচারপতির সরকারি বাসভবনসহ সরকারি স্থাপনা এবং সরকারি গাড়িসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ করে। এতে পুলিশের এক সদস্য নিহত ও পুলিশের ৪১ সদস্য আহত হন। সেসময় দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে ৩০ জন গণমাধ্যম কর্মী আহত হন। একপর্যায়ে বিকেল ৩টার দিকে বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতারা মহাসমাবেশ স্থগিত ঘোষণা করেন।

মামলার এজাহারে বলা হইয়েছে, ওই সংবাদ সম্মেলনে একপর্যায়ে মিয়ান আরেফির বক্তব্য শুনে এবং ভিডিও দেখে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি ঘটে।হাসান সারওয়ার্দী এবং ইশরাক হোসেন তাকে মিথ্যা বক্তব্য দিতে সহযোগিতা করেন এবং তার বক্তব্য সমর্থন করে বিএনপি নেতাকর্মীদের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতিতে উসকানি দেন। মিয়ান আরেফি তাদের সহায়তায় সরকারের প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি করে সারা দেশে নেতাকর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করেন। বিএনপি নেতাকর্মীদের মনোবল বাড়াতে আসামিরা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধ করেছেন।

কুষ্টিয়ায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশে চলছে হরতাল

কুষ্টিয়ায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশে হরতাল চলছে। হরতাল চলাকালে ভোর থেকেই কুষ্টিয়া থেকে দূরপাল্লার সকল যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে। মহাসড়কে বাসের পাশাপাশি ট্রাক চলাচল চোখে পড়েনি। তবে সড়কের পাশে

ট্রাক থামিয়ে ড্রাইভার ও হেলপারকে অলস সময় কাটাতে দেখা গেছে। শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোডে পুলিশ মেতায়েন রয়েছে।

রোববার (২৯ অক্টোবর) সকাল থেকে চলছে হরতাল। সিএনজি, রিকশা ও অটোরিকশা চলাচল করলেও দূরপাল্লার এবং অভ্যান্তরীন সড়কেও কোনো বাস কুষ্টিয়া ছেড়ে যায়নি।

কুষ্টিয়া শহরের ব্যস্ততম মজমপুর, চৌড়হাস, কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল, রেলগেট, এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, বিপুল সংখ্যক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা অবস্থান নিয়েছেন।

শহরের এনএস রোড ঘুরে দেখা গেছে, ব্যবসায়ীরা বেলা বাড়ার সাথে শহরের কিছু দোকানপাট খুলেছেন।

কুষ্টিয়া সড়ক পরিবহন গ্রুপ আন্ত:জেলা কাউন্টারের টিকেট বিক্রয়কর্মী বাবু বলেন, ‘কাউন্টার খোলা রয়েছে সকাল থেকে। তেমন যাত্রী দেখা যাচ্ছে না। যাত্রীরা ছোট ছোট যানবাহনে যাত্রা করছে। দুর পাল্লার কোন বাসও ছাড়া হয়নি।’

বাস চলাচল বন্ধ থাকায় সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ বেড়েছে। দুরপার।লার যাত্রী সাধারন বাস না পেয়ে ফিেও যেতে দেখা গেছে। আবার অনেকেকে সিএনজি ও অটো রিকসায় যাতায়াত করতে দেখা গেছে।

এদিকে, হরতালে যেকোন ধরনের নাশকতা এড়াতে শহরে পুলিশ মোতায়েনসহ আইনশৃক্সখলা বাহিনীর কড়া পাহারা লক্ষ্য করা গেছে। নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট এর সমন্বয়ে র্যাব পুলিশ শহরে টহল দিচ্ছে।

মেহেরপুরে পপুলার লাইফে ইন্সুরেন্সের চেক হস্তান্তর ও বনভোজন

মেহেরপুরে পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের ৯ গ্রাহকের মেয়াদ উত্তীর্ণ বীমা দাবীর ৯ লক্ষ ৮৭ হাজার ৭৫০ টাকার

চেক হস্তান্তর করা হয়েছে।

শনিবার (২৮ অক্টোবর) মেহেরপুরের মুজিবনগর আম্রকাননে মেহেরপুর ও কার্পাসডাঙ্গা সার্ভিস সেল অফিসের আয়োজনে ৫ শতাধিক নতুন বীমা গ্রহিতার উপস্থিতি ও অংশগ্রহণে চেক হস্তান্তর এবং বনভোজন অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

আল-আমিন বীমা প্রকল্প মেহেরপুরের জেনারেল ম্যানেজার মোঃ রাফিউল ইসলামের সভাপতিত্বে বীমা দাবির চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখনে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অনিমেষ বিশ্বাস, বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী রাসেল, বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গোলাম ফারুক এবং আল আমিন বীমা প্রকল্পের কার্পাসডাঙ্গা সার্ভিস সেলের এজিএম মোঃ আখতারুজ্জামান।

মুজিবনগর ও কার্পাসডাঙ্গা সার্ভিস সেলের এজিএম দ্বয় মহির শেখ ও আনসার আলী সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা ছিলেন পপুলার লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের আল-আমিন বিমা প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক সাইফুল ইসলাম রুবেল।

দিনব্যাপী আয়োজিত অনুষ্ঠানের মাঝে মাঝে লটারির মাধ্যমে বীমা গ্রহীতাদের পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কার এর মধ্যে ছিল এলইডি টেলিভিশন, বৈদ্যুতিক ফ্যান, স্যুপ সেট, ডিনার সেট ও স্বর্ণের চেইন। লটারি মাধ্যমে প্রথম পুরস্কার স্বর্ণা সেন পান মুজিবনগর উপজেলার গৌরিনগর গ্রামের মোছাঃ সাহেবা খাতুন।

এলডিসির পরও জিএসপি প্লাস সুবিধা অব্যাহত রাখার আহ্বান শেখ হাসিনার

এলডিসি থেকে উত্তরণের পরও বাংলাদেশের জিএসপি প্লাস সুবিধা অব্যাহত রাখতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বুধবার ব্রাসেলসে ইউরোপিয়ান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (ইআইবি) এবং বাংলাদেশ দেশের বিদ্যুৎ খাতের টেকসই সবুজ রূপান্তরে অবদান রাখতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্পের জন্য ৪০০ মিলিয়ন ইউরোর চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে তিনি এই আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, প্রায় সবকিছুই ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশকে দিয়েছে যা বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভুমিকা রাখছে। আমি আশা করি যে ২০২৬ সালে বাংলাদেশের এলডিসি থেকে উত্তরণের পর আমাদের উন্নয়নে সহায়তার জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশকে জিএসপি প্লাস সুবিধা দেবে।

শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশে আশ্রিত প্রায় ১২ লাখ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য ইইউ’র মানবিক সহায়তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। রোহিঙ্গাদের তাদের নিজ দেশে নিরাপদ এবং টেকসই প্রত্যাবর্তনই এই সংকটের একমাত্র সমাধান। আমি খুব দ্রুত এই সংকটের সমাধান খোঁজার জন্য ইইউ’র প্রতি আহ্বান জানাই।

তিনি আরও বলেন, আমরা অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার এবং নিরাপদ ও নিয়মিত অভিবাসনের নিশ্চিতে আমাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছি। আমরা কৌশলগত বিষয়বস্তু নিয়ে ইইউ’র ভবিষ্যৎ অংশীদার হওয়ার পরিকল্পনা করছি। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, আমরা এই নতুন অংশিদারিত্ব নিয়ে আলোচনা করেছি এবং এই সংক্রান্ত একটি চুক্তি শিগগিরই করা হবে। এটি আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের একটি নতুন দ্বার উন্মোচন করবে।

গণমুখী ইশতেহার আসছে আওয়ামী লীগের

কী থাকছে এবার আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে? এনিয়ে গত ২০ অক্টোবর শুক্রবার ছিল, দলটির ইশতেহার প্রণয়ন উপ-কমিটির কাছে সাধারণ মানুষের প্রস্তাব পাঠানোর শেষ দিন। কমিটির আহবায়ক, আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য এবং সংসদ সদস্য ড. আব্দুর রাজ্জাক জানান, এরই মধ্যে বহু প্রস্তাব তাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। এখন চলছে যাচাই বাছাই। এর আগে গত ৩রা অক্টোবর উপ-কিমিটির পক্ষ থেকে ইশতেহারের জন্যে প্রস্তাব চেয়ে একটি গণ বিজ্ঞপ্তিতে দেয়া হয়েছিল।

তৃণমূলের কাছ থেকে পরামর্শ চাওয়া প্রসঙ্গে ড. রাজ্জাক বলেন, গণমানুষের দল আওয়ামী লীগের ইশতেহার কেবলমাত্র একটি দলীয় ইশতেহার নয়। এটি প্রকৃত অর্থে গোটা জাতির ইশতেহার। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেশের মানুষ আওয়ামী লীগের কাছ থেকে কী প্রত্যাশা করে সেটি আওয়ামী লীগের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর আগে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তার প্রতিটি নির্বাচনী ইশতিহারে জাতিকে প্রদত্ত প্রতিটি অঙ্গীকার শতভাগ প্রতিপালন করেছে। শুধু তাই নয়, আওয়ামী লীগের প্রতিটি ইশতেহারেই সরকারের নির্দিষ্ট মেয়াদের বাইরে দীর্ঘমেয়াদি নানা উন্নয়নের পথনকশা ছিল। এর প্রতিটিই অত্যন্ত সুচারুভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে।

তবে, দলটির পক্ষ থেকে জানানো হচ্ছে, এবারের ইশতেহার হবে স্মার্ট এবং গণমুখী। তারা বলছেন, স্মার্ট বাংলাদেশের মাধ্যমে মানুষের কাছে আধুনিক প্রযুক্তি পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি দৃশ্যমান যে উন্নয়নগুলো হয়েছে তার মাধ্যমে আগামী দিনে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে। আগামী দিনের যুবসমাজের জন্য কর্মসংস্থানটাই হবে এবারের মূল প্রতিপাদ্য। স্মার্ট বাংলাদেশের লক্ষ্য হবে শিল্পকারখানা স্থাপন করে দেশি বিদেশি বিনিয়োগকারীদের নিয়ে শিল্পায়নকে ত্বরান্বিত করা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, মানুষের আয় বৃদ্ধি করা।

আওয়ামীলীগ গণমানুষের ইচ্ছার কথা জানতে আগ্রহী উল্লেখ করে আ্ওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়ন উপ-কমিটির সদস্য সচিব ড. সেলিম মাহমুদ জানান, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেশের মানুষ আওয়ামী লীগের কাছ থেকে কী প্রত্যাশা করে সেটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেই জনগণের মতামত চাওয়া হয়েছে ।

তিনি আরও জানান, আওয়ামী লীগ ২০০৮ সালের নির্বাচনে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ইশতেহার দিয়েছিল। ২০১৪ সালে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইশতেহার ছিল “শান্তি, গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। সবশেষ ২০১৮ সালের নির্বাচনের আগে ‘সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ’ শীর্ষক ইশতেহার ঘোষণা করে আওয়ামী লীগ।

অত্যন্ত সফলতার সাথে ২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী ডিজিটাল বাংলাদেশের বাস্তবায়ন করে আওয়ামী লীগ সরকার। সরকারি - বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান,আদালত,হাসপাতাল,ব্যবসায়িক কার্যক্রম সকল কিছুই আজ ডিজিটাল মাধ্যমে সম্পাদন হচ্ছে। এতে করে জনগণের ভোগান্তি যেমন কমেছে,একই সাথে উন্নত বিশ্বের সাথে সমান তালে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ ।

২০১৪ সালের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠায় পুরোপুরি সাফল্য দেখিয়েছে আওয়ামী লীগ সরকার। জঙ্গিবাদকে দমন করতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এক্ষেত্রে সাহসী ভূমিকা পালন করেছে। বিএনপি-জামাত সৃষ্ট রাজনৈতিক সহিংসতা দমন করে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সফলতা দেখিয়েছে আওয়ামী লীগ ।পাশাপাশি গণতন্ত্র উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে সফলতার সাথে কাজ করেছে। দলীয় সরকারের অধীনে গণতান্ত্রিক উপায়ে দেশের স্থানীয় নির্বাচনগুলোতে ভোটের অধিকার নিশ্চিত করেছে। ।

২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহার সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ অনুযায়ীও আওয়ামী লীগ সরকার কাজের মাধ্যমে ইশতেহারের পূর্ণতা দিয়েছে। পদ্মাসেতুর মত প্রকল্প দেশের অর্থায়নে বাস্তবায়ন ঘটিয়েছে আওয়ামী লীগ। পাশাপাশি মেট্রোরেল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্ণফুলী টানেল, বিমানবন্দরের ৩য় টার্মিনাল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, সারাদেশে অসংখ্য সড়ক-মহাসড়ক,সেতু,ওভারপাস নির্মাণ করে সমৃদ্ধ বাংলাদেশের বাস্তবায়ন করেছে আওয়ামী লীগ।

সেই সময় পেরিয়ে ডিজিটাল যুগের মধ্যেই স্মার্ট বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি ধরে এগিয়ে চলার সময় এখন। সেই বিবেচনায় একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ‘গ্রাম হবে শহর’ স্লোগান থেকে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলের মূল স্লোগান হবে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’।

আমাদের যতটুকু করার আমি করেছি: প্রধানমন্ত্রী

পূজা শান্তিপূর্ণভাবে হচ্ছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সবার আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। আমি বলব, আমাদের যতটুকু করার আমি করেছি।

রবিবার (২২ অক্টোবর) দুপুরে শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে পূজামণ্ডপে ভক্তদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। এসময় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপস, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি জে এল ভৌমিক ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. চন্দ্রনাথ পোদ্দার উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের মানুষ সবসময় উদার মনের, তারাও সব সময় অসম্প্রদায় চেতনাকে বিশ্বাস করে। যে কারণে আজকে আমাদের স্লোগান, ধর্ম যার যার উৎসব সবার। সবাই আমরা ঠিকই এভাবে উৎসব পালন করে যাচ্ছি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ’৭৫ পর বাংলাদেশকে অসাম্প্রদায়িক চেতনা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর অনেক অত্যাচার নির্যাতন হয়েছে। ’৯২, ২০০১ ও তার আগে বার বার আঘাত এসেছে। কিন্তু বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সবসময় আপনাদের পাশে ছিল, পাশে আছি।আমাদের যতটুকু করার আমি করেছি:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংবিধানে সব ধর্ম-বর্ণের সমান অধিকার নিশ্চিত করেছিলেন উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘সেখানে ধর্ম নিরপেক্ষ অর্থাৎ সব ধর্মের মানুষ যার যার ধর্ম সে

সে পালন করবে সেটা নিশ্চিত করেছেন। কিন্তু ৭৫-এ জাতির পিতাকে হত্যার পর যারা ক্ষমতায় এসেছিল তারা অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে ধ্বংস করে দিয়েছিল।’

শেখ হাসিনা বলেন, আমরা সবসময় বিশ্বাস করি, সবি ধর্ম বর্ণের মানুষ সমান অধিকার ভোগ করবে। আপনারা শান্তিপূর্ণভাবে পূজা শেষ করেন, সেটাই আমরা চাই। আইন-শৃঙ্খলা কর্মী থেকে শুরু করে আমাদের প্রত্যেক নেতারা থাকবে, যাতে কোনো ধরনের ঘটনা না ঘটতে পারে। সেদিকে আমরা সতর্ক থাকবো। আমরা চাই, আপনারা ভালোভাবে পূজা উদযাপন করেন।

তিনি আরও বলেন, এ মাটির সন্তান সবাই। এই মাটিতে নিজ নিজ অধিকার নিয়ে সবাই বাস করবেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে সবাই একই যুদ্ধ করেছেন, এখানে সবার অধিকার রয়েছে। সে অধিকার যাতে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে আমরা সেই চেষ্টাই করি। আমরা চাইবো, আপনারও বাংলাদেশের জন্য আশীর্বাদ করুন।

বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা, এখন ঘরে ঘরে খাবার আছে, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ আছে, চিকিৎসা সেবা মানুষের কাছে আমরা দিয়ে দিচ্ছি, সারা বাংলাদেশে যে উন্নয়নের ছোঁয়া, এটা মানুষের কল্যাণেই আমাদের কাজ। মানুষের কল্যাণ করাটাই আমাদের একমাত্র দায়িত্ব।

ভুল তথ্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশ নিয়ে ইইউ পার্লামেন্টে রেজুলেশন: জার্মান এমপি

ইউরোপীয় পার্লামেন্টে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি বিশেষ করে ‘অধিকার’ ইস্যুতে রেজুলেশন সম্পর্কে জার্মান এমপি ম্যাক্সিমিলিয়ান ক্রাহ বলেছেন, ‘আমি এর বিরুদ্ধে ছিলাম, কারণ সাধারণভাবে আমি এই প্রস্তাবগুলোর বিরুদ্ধে সত্যিই সন্দিহান। কারণ- প্রথমত এগুলো খুব তড়িঘড়ি করে এনজিওগুলো থেকে উত্থাপন করা হয়। যুক্তরাজ্যের ইউটুডে- কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এমন কথা জানান

তিনি।

ম্যাক্সিমিলিয়ান ক্রাহ বলেন, ‘তারা (এনজিওগুলো) সাধারণত পুনরায় নিরীক্ষা না করা তথ্যকে গুরুত্ব দেয়। এজন্য আমি নিজে পুনরায় নিরীক্ষা করি। এরপর দুতাবাসগুলোকে তাদের যুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দেই এবং এটি সব দিক থেকে গুগলে সার্চ করি। সাধারণত আমি মনে করি না যে, এই ঘটনাগুলো বিশ্বাসযোগ্য। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। ঘটনাটি বিশ্বাসযোগ্য ছিল না কারণ একজন এনজিও কর্মী পুলিশের সহিংসতা সম্পর্কে একটি ভুল বিবৃতি দিয়েছিলেন এবং এটি সত্যিকারের উত্থান বা দাঙ্গার কারণ হতে পারে এমন ঝুঁকি ছিল। এ ধরনের ভুল তথ্য ইউরোপেও শাস্তিযোগ্য।

তার মতে, ভুয়া এনজিও, যারা প্রায়শই মানবাধিকার প্রতিবেদন প্রকাশ করে, প্রায়শই আইনপ্রণয়ন প্রক্রিয়াকে বিঘ্নিত করার জন্য ‘সন্দেহভাজন’ ব্যক্তিদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সম্প্রতি ‘কাতারগেট কেলেঙ্কারির’ মতো তারা কখনও কখনও সংগঠিত অপরাধমূলক কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়। তবে প্রায়শই ইউরোপীয় ইউনিয়নের বৈদেশিক নীতিকে প্রভাবিত করার জন্য বিদেশি কুশীলবদের নিয়ে কমিশন করা হয়। এই ধরনের ঘটনাগুলো ইইউ প্রতিষ্ঠানগুলো বর্তমানে সমাধান করতে চাইছে।

বিষয়টি কীভাবে মোকাবেলা করা যায় সে সম্পর্কে তার নিজস্ব সুপারিশ জিজ্ঞাসা জানতে চাইলে ক্রাহ বলেন, ‘অবশ্যই ভুল তথ্যের ক্ষেত্রে প্রথম বিষয়টি হচ্ছে- আরও সক্রিয়ভাবে কাজ করা, তবে সাধারণভাবে আপনাকে এই এনজিও শক্তির পুরো কাঠামোর দিকে মনোনিবেশ করতে হবে।

তার মতে, একটি বিশাল মানবাধিকার শিল্প রয়েছে যা বিশ্বজুড়ে পশ্চিমা বৈদেশিক নীতির স্বার্থপ্রচারের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এর অর্থ হচ্ছে- আপনাকে সচেতন হতে হবে যে মানবাধিকার ইস্যুগুলো সংবেদনশীল বিষয় এবং এর জন্য নিবেদিত চমৎকার এনজিওগ্রুপ রয়েছে। তবে আপনাকে এটিও সচেতন হতে হবে যে, এটি এখন সমগ্র বিশ্বে তার বৈদেশিক নীতির এজেন্ডাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পশ্চিমের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার।

ইউরোপীয় পার্লামেন্টের এই প্রস্তাব বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে তিনি মনে করেন কি না, জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘ইইউ এখন বাংলাদেশের প্রধান বাণিজ্য অংশীদার। বাণিজ্যিক সম্পর্ককে পরবর্তী উচ্চপর্যায়ে নিয়ে আসার

জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমি বিষয়টিকে এতটাই স্পষ্ট মনে করি যে, শেষ পর্যন্ত এই রেজুলেশন, যার কোনো আইনগত ক্ষমতা নেই, এমন কোনও হুমকি হবে না যা আমরা অতিক্রম করতে পারবো না।’

তিনি আরও বলেন, ‘এটা খুবই অর্থবহ ছিল। অবশ্যই, সংসদ সদস্যরা মানবাধিকার লঙ্ঘনের একটি গল্প শোনার পরে ভাল ব্যাখ্যা বোঝাতে চেয়েছিলেন। আমি পুরোপুরি বুঝতে পারি যে তারা সংবেদনশীল ছিল, তবে তারা পুরো চিত্র সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত ছিল না।’

ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের কনফারেন্সে বক্তব্য রাখেন অক্সফোর্ড ম্যাট্রিক্সের লিগ্যাল কনসালটেন্ট ড. রায়হান রশিদ । ড. রশিদ প্রস্তাবটিকে সমানভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং এটিকে “মূলত ভুল তথ্য” হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন।

এটা কীভাবে ঘটতে পারে জানতে চাইলে ড. রশিদ বলেন, ‘পুরো মামলাটি ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ২০১৩ সালে হেফাজতে ইসলামের ঘটনাকে কেন্দ্র করে মামলাটি শুরু হয়।

তিনি বলেন, ‘দেশ তখন তালেবানবাদী জঙ্গি অভ্যুত্থানের দ্বারপ্রান্তে ছিল এবং হেফাজতে ইসলাম ছিল তাদের দল, যার অর্থ তারা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে অগ্রসর হচ্ছে। অতএব, এটির উপর একটি ক্র্যাকডাউন ছিল, তবে এটি উন্মুক্ত ছিল এবং বিবিসিসহ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সাংবাদিকদের উপস্থিতি ছিল সেখানে। গণমাধ্যমের উপস্থিতিতে এ ধরনের ইসলামি জঙ্গিদের ছত্রভঙ্গ করতে চেয়েছিল পুলিশি অভিযান।’

তিনি জানান, পরের দিন ‘অধিকার’ (বাংলাদেশ ভিত্তিক একটি মানবাধিকার সংস্থা) একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে যেখানে ৬৩ জনকে হত্যার কথা বলা হয়। হেফাজত (মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্রদের একটি কট্টর ডানপন্থী ইসলামী এক্টিভিস্ট গ্রুপ) এমনকি ২০ হাজার লোকের মতো বড় জনবল নিয়ে ঢাকায় এসেছিল। হেফাজতের বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করে অধিকার বলেছে, অভিযানের কারণে ৬৩ জন নিখোঁজ হয়েছেন।

ড রশিদ বলেন, ‘ব্যক্তিগতভাবে আমি একজন মানবাধিকার কর্মী। সবাই উদ্বিগ্ন ছিল এবং প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছিল এবং কয়েক দিন পরে, আমরা দেখলাম যে, যাদের নিখোঁজ বলে দাবি করা হয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে তারা সামনে এসেছিল। সুতরাং, বিষয়গুলোর শুরুতেই আমি এটি বুঝতে পারি। গণমাধ্যম বা মানবাধিকার সংগঠনগুলোর কাছে স্কুপ আছে, কিন্তু সব

সংশোধনের পরও তারা তাদের দাবি প্রত্যাখ্যান করেনি।’

ইউ টুডে ড. রশিদের জাছে জানতে চায়- অধিকার কি সরকারের কাছে বিশেষ কোনো দাবি করেছে?

তিনি তখন জানান, যখন তারা এই স্কুপটি নিয়ে এসেছিল, তখন তারা তদন্তের দাবি করেছিল। কারণ একটি দেশে, এমনকি একটি ইসলামী অভ্যুত্থান বা বিদ্রোহের প্রচেষ্টার পরেও ৬৩ জনের নিখোঁজ হওয়া গ্রহণযোগ্য নয়। এটাই ছিল পরিস্থিতি। আমিসহ সবাই তদন্তের দাবি জানিয়েছি। কিন্তু পরে তা বাতিল হয়ে যায়। অধিকারের সমস্যা ছিল যে তারা তাদের গল্পটি সংশোধন করেনি যা তারা আন্তর্জাতিক মিডিয়া এবং অন্যান্য বন্ধুত্বপূর্ণ মানবাধিকার সংস্থার কাছে বারবার পুনরাবৃত্তি করেছিল। আর সেসব প্রতিষ্ঠানের বাংলাদেশে কোনো অফিস নেই, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তাদের কোনো সক্রিয় তদন্ত ব্যবস্থা নেই, তাদেরকে অধিকারের ভাষ্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। এভাবেই অধিকারের গল্প বার বার রিসাইকেল করা হয়েছে।

অধিকারকে তালেবানের সাথে যুক্ত করার কোনও প্রমাণ আছে কিনা জানতে চাইলে ডঃ রশিদ বলেন, ‘না, অধিকারের ক্ষেত্রে আমি এটা বলবো না। আমি মনে করি এটা অধিকারের সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খানের ব্যাপারে বেশি ছিল। তিনি একজন মানবাধিকার কর্মী ছিলেন, কিন্তু বিএনপি শাসনামলে তিনি অ্যাটর্নি জেনারেলও ছিলেন। আমি জানি না তার মনে বা সংগঠনের মধ্যে কী চলছে বা কোনও রাজনৈতিক প্রেরণা ছিল কিনা।’

মার্কিন ভিসানীতি প্রয়োগে অসাংবিধানিক পন্থা উৎসাহিত করা হচ্ছে

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রস্তুতির পূর্বেই সরকারকে পঙ্গু করে দিতে চাইছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার দেশীয় মিত্ররা। সাংবিধানিক ধারায় যখন শান্তিপূর্ণ নির্বাচন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে

চাইছে। ঠিক তখনই ভিসানীতি স্যাংশনের নামে নানাবিধ বিধি আরোপ করে চলেছে আমেরিকা ও পশ্চিমা দেশসমূহ।

শনিবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা ওয়ার্কার্স পার্টির উদ্যোগে গাংনীতে লাল পতাকা মিছিল ও সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদানকালে কথাগুলো বলেন বাংলাদেশ, ওয়ার্কার্স পার্টির পলিট ব্যুরোর সদস্য জননেতা নুর আহমদ বকুল।

জননেতা নুর আহমদ বকুল তার বক্তব্যেই আরো বলেন,সরকার নির্বাচন করতে ব্যর্থ হলে,দেশে অসংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠা হবে। তাই দেশে স্বাধীনতা-সার্বোভৌমত্ব রক্ষায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সবাই এখনই আরো বেশি করে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

মেহেরপুর জেলা ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি কমরেড আব্দুল মাবুদ এর সভাপতিত্বে সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও কুষ্টিয়া জেলা ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক হাফিজ সরকার।

এসময় বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মজনুল হক মজনু, সদস্য কমরেড আব্দুর রহিম মাস্টার , সদস্য নুরুন নাহার, জেলা যুবমৈত্রীর সাংগঠনিক সম্পাদক শামসুজ্জামান প্রমুখ।